সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৮২

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবা : ০১৭৭০-৮০০৯০০

البرنامج الدائمى لتبديل المجتمع

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

শা'বান ১৪৩৯ হি./বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/এপ্রিল ২০১৮ খৃ.

২য় প্রকাশ

জুমাদাল উলা ১৪৪১ হি./পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/জানুয়ারী ২০২০ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

Samaj Poribortoner Sthayee karmashuchi by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে বহু সমাজ দরদী মানুষ নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যা সাময়িকভাবে সমাজে স্থিতি ফিরাতে সক্ষম হ'লেও স্থায়ী ফলদায়ক হয়নি। উক্ত লক্ষ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র অহি-র আলোকে পথ দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ নবীগণের সেই নিঃস্বার্থ হেদায়াত নিজেদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেনি। ফলে পৃথিবীর দিকে দিকে মানুষের হাতে প্রতিনিয়ত মানবতা পর্যুদস্ত হচ্ছে। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে অহি প্রাপ্ত হয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। যার পদ্ধতি ছিল পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা। যার মাধ্যম ছিল 'দাওয়াত ও জিহাদ'। মূলতঃ তাওহীদের মর্মবাণীকে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া এবং শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সর্বমুখী 'জিহাদ'-ই হ'ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।

২৩ বছরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নবুঅতী জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাতিকে যে বাস্তব নির্দেশনা দিয়ে যান, সেটাকেই আমরা **'সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী'** নাম দিয়ে আগামী বংশধরগণের উদ্দেশ্যে পেশ করলাম। একটি বড় বিষয়কে ছোট আকারে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তবুও চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য পথ দেখানোই যথেষ্ট বলে মনে করি। সমাজ সংস্কারের দুরূহ কাজে নামলে উৎস থেকে ঝর্ণা বেরোবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আগামী দিনের বিচক্ষণ সংস্কারকদের হাতেই এর যথার্থ বাস্তবতা নির্ভর করে। অতএব আল্লাহ্র নিকটেই সকল প্রার্থনা এবং তিনিই একমাত্র তাওফীকদাতা।

আল্লাহ তার অনুগত বান্দাদের সর্বোত্তম পারিতোষিক দান করুন! তিনি আমাদেরকে ও আমাদের পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন! সবশেষে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর।

২য় সংস্করণে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে এবং বইয়ের কলেবর ৫৬ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠা হয়েছে। আশা করি তা সংস্কারমনা ভাইদের ফায়েদা দিবে।

নওদাপাড়া, রাজশাহী — বিনীত

৮ই জানুয়ারী ২০২০ খৃ. বুধবার — লেখক।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ؛

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ–

'তুমি মানুষকে ডাক তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

সমাজ সুন্দর না হ'লে মানুষ সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পরিবার ও পরিবেশের প্রভাবে মানুষ প্রভাবিত হয়ে থাকে। শয়তান প্রতিনিয়ত সমাজ দূষণে রত থাকে এবং মানুষকে তার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* আগমনের পূর্বে মক্কাসহ তৎকালীন বিশ্ব সমাজ মনুষ্যত্বহীনতার জাহেলিয়াতে ডুবে ছিল। মানুষ নিজ হাতে নিজের মনুষ্যত্ব হননে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে বাছাই করে 'শেষনবী' হিসাবে প্রেরণ করেন *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*। যার মাধ্যমে তিনি পথহারা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তাঁর ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহ পুনরায় ফেলে আসা জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যেতে থাকে। বর্তমানে যা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের ভদ্র লেবাসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত মানবতা পর্যুদস্ত হচ্ছে। যাতে যেকোন মুহূর্তে বিশ্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে। এই পতিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে সেই পথে, যে পথের মাধ্যমে জাহেলী আরবের মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়েছিলেন এবং তারা বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন হয়েছিলেন।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তরবারী নিয়ে আগমন করেননি বা কোন দো'আ-তাবীয দিয়ে সমাজ সংশোধন করেননি। তিনি এসেছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি দ্বীন নিয়ে। যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে শয়তানের দাসত্ব হ'তে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে যে মানুষ একদিন অন্য মানুষের রক্তখেকো ছিল, সেই মানুষ মুহূর্তের মধ্যে তার জীবন রক্ষাকারীতে পরিণত হয়। যে মানুষ একদিন অন্য মানুষের পূজা দিত, সে মানুষ পরস্পরে ভাই হয়ে যায়। নারীর ইযযত হরণে উদ্যত যুবক তার ইযযত রক্ষায় জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সেই শাশ্বত দ্বীন ও চিরন্তন আদর্শ কি ছিল, আল্লাহ নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন।-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

‘তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল’। ‘আর তাদের মধ্যকার অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(জুম‘আহ ৬২/২-৩)*।

কর্মসূচী ২টি, তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ :

প্রথম আয়াতে নবী যুগের লোকদের কথা বলা হয়েছে এবং শেষের আয়াতে নবী পরবর্তী ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন শেষনবী হিসাবে এবং তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন ও ইনসানের নবী। এর দ্বারা এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অভ্রান্ত শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল সকল যুগের জাহেলিয়াত দূর করা সম্ভব। অন্যকিছু দ্বারা নয়।

উপরোক্ত আয়াতে সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের যে স্থায়ী কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে, তা মাত্র দু’টি শব্দে বর্ণনা করা যায়। আর তা হ’ল ‘তাযকিয়াহ’ ও ‘তারবিয়াহ’ (اَلتَّزْكِيَةُ وَ التَّرْبِيَةُ)। অর্থাৎ পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা। যার মাধ্যম ছিল কিতাব ও হিকমাহ। তথা কুরআন ও সুন্নাহ। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। যাতে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্মশুদ্ধিতার তীব্র অনুভূতি। ফলে তার যে কর্মতৎপরতা এতদিন দুনিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল, তা নিমেষে আখেরাত কেন্দ্রিক হয়ে যায়। তার পার্থিব জীবনে এসে যায় আমূল পরিবর্তন। যা সে আগে ভাবতেই পারত না। তার দুনিয়ামুখী চলার পথ ইউটার্ণ হয়ে আল্লাহমুখী হয়ে যায়।

জাহেলী আরব সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর মন্তব্য
(ملاحظة إبن كثير فى العرب الجاهلى)

হাফেয ইবনু কাছীর *(রাহেমাহুল্লাহ)* বলেন, আরবের লোকেরা প্রাচীনকালে ইব্রাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিল। পরে তারা তাকে পরিবর্তন করে, রূপান্তর করে, ওলট-পালট করে ও তার বিরোধিতা করে। অতঃপর তারা তাওহীদকে শিরকে এবং দৃঢ়বিশ্বাসকে সন্দেহে পরিবর্তন করে। এছাড়াও তারা বহু কিছু নতুন বিষয়ের প্রচলন ঘটায়, আল্লাহ যার অনুমতি দেননি। একই অবস্থা হয়েছিল তওরাত ও ইনজীলের অনুসারীদের। তারা তাদের কিতাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাতে শাব্দিক যোগ-বিয়োগ করেছিল, রূপান্তর করেছিল ও দূরতম ব্যাখ্যা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন মহান ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আত দিয়ে, যা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে শামিল করে। যাতে রয়েছে তাদের জন্য সরল পথের দিশা এবং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণে বিস্তৃত বিবরণ'...।[১]

দূর অতীতে জাহেলী আরবের যে পতিত দশা ছিল, আধুনিক যুগে মানবজাতির অবস্থা তার চাইতে অধঃপতিত। সেদিন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে সমাজে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেই পথ ও সেই পদ্ধতিই হ'ল সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী পথ ও পদ্ধতি। এর বিপরীত পথে গেলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং সমাজে অনাচার ও ধ্বংস নেমে আসবে। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্বের উন্নয়ন ও মানবতার বিজয় সাধনের জন্য

---

১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা জুম'আ ২ আয়াত;

وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَبَدَّلُوهُ وَغَيَّرُوهُ، وَقَلَبُوهُ وَخَالَفُوهُ، وَاسْتَبْدَلُوا بِالتَّوْحِيدِ شِرْكًا وَبِالْيَقِينِ شَكًّا، وَابْتَدَعُوا أَشْيَاءَ لَمْ يَأْذَنْ بِهَا اللهُ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ قَدْ بَدَّلُوا كُتُبَهُمْ وَحَرَّفُوهَا وَغَيَّرُوهَا وَأَوَّلُوهَا، فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ بِشَرْعٍ عَظِيمٍ كَامِلٍ شَامِلٍ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، فِيهِ هِدَايَتُهُمْ، وَالْبَيَانُ لِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ...-

সাময়িক কোন টোটকা নয়। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের স্থায়ী কর্মসূচী প্রদান ও তার যথাযথ অনুসরণ একান্তভাবেই আবশ্যক।

নবীদের সহচরগণ (حوارى الأنبياء) :

আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন ঘুণে ধরা সমাজকে আল্লাহ্র পথে সংস্কারের জন্য। নির্বাচন করেছেন তাদের জন্য একদল সহচরকে। যারা সংস্কার কার্য এগিয়ে নিতে নবীগণকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَآءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

‘আমার পূর্বে আল্লাহ এমন কোন নবীকে কোন উম্মতের মধ্যে পাঠাননি, যাদের মধ্যে তার জন্য ‘হাওয়ারী’ বা আন্তরিক সহচরবৃন্দ ছিল না। এছাড়া তাদের আরও সাথী ছিল, যারা তাদের নবীর সুন্নাতের উপরে আমল করত এবং তার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করত। কিন্তু তাদের পর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হ’ল যারা এমন কথা বলত, যা তারা করত না। এমন কাজ করত, যার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়নি। অতএব (আমার উম্মতের মধ্যেও ঐরূপ দেখা গেলে) যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজের হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি যবান (ও কলম) দ্বারা জিহাদ করবে, সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে (ঘৃণার মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই’।[২]

পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করা এবং নিড়ানী ও পানি সরবরাহের মাধ্যমে নিয়মিত পরিচর্যা করে যেভাবে একটি চারাগাছকে বড় ও ফলবন্ত করা হয়, সেভাবে ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়মিত পরিশুদ্ধি ও পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে

২. মুসলিম হা/৫০; মিশকাত হা/১৫৭ ‘ঈমান’ অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

তুলতে হয়। তাতে সুন্দর ফল আসে এবং সমাজ সুস্থ ও ফলবন্ত হয়। নইলে বিপরীত ফলে ব্যক্তি ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়। প্রত্যেক নবী-রাসূল একাজই করেছেন। তাদের যথার্থ অনুসারী নেতাগণ চিরকাল এভাবেই ব্যক্তি পরিচর্যা ও সমাজ সংশোধনের কাজ করে গেছেন। যখন কোন সমাজে কোন সংস্কারক নেতার আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। যদিও অধিকাংশ লোক থাকে হঠকারী ও তাকে পরিত্যাগকারী অথবা শৈথিল্যবাদী ও আপোষকামী। কিন্তু সংস্কারকগণ তাতে থেমে যান না।

উপরোক্ত হাদীছে 'জিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আর এই প্রচেষ্টার মূল ও প্রথম অংশ হ'ল 'দাওয়াত'। পুঁতিগন্ধময় সমাজ থেকে বাতিল হটাতে গেলে তাওহীদের প্রতি নিরন্তর দাওয়াত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাজটিই করে গেছেন তাঁর সমগ্র নবুঅতী জীবনে। তাঁর নবুঅতকালে যেমন মাক্কী জীবনের নির্যাতন ও অসহায়ত্ব ছিল এবং মাদানী জীবনের যুদ্ধ ও বিজয় এসেছিল। তেমনি একজন নিখাদ দাঈর জীবনেও আসতে পারে। মনে রাখা আবশ্যক যে, শেষনবী হিসাবে এবং দ্বীনের পূর্ণতা দানকারী হিসাবে তাঁর জীবনে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে এটা ঘটেছিল। কিন্তু অন্য দাঈদের জীবনে দাওয়াত ও বিজয় দু'টিই ঘটতে হবে এমনটি নয়। বরং তাদের জীবনে মাক্কী জীবনের নির্যাতন ও অসহায়ত্বই বেশী থাকবে। দুনিয়াবী বিজয়ের সৌভাগ্য কমই থাকবে। বিগত দেড় হাযার বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্যই প্রদান করে।

এখানে এ যুক্তি অচল যে, 'নবী জীবনের শেষে যেহেতু ইসলামের পূর্ণতা এসেছে ক্ষমতা ও সশস্ত্র বিজয়ের মাধ্যমে, অতএব সর্বদা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই কেবল দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করতে হবে। নইলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না'। এরূপ দাবীতে ইসলামের ধর্মীয় আবেদন শেষ হয়ে যাবে এবং স্রেফ ক্ষমতান্ধ একটি আগ্রাসী রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে চিহ্নিত হবে। যা হবে ইসলামের জন্য সবচাইতে ক্ষতিকর। যে ক্ষতি ইতিমধ্যেই করেছে ক্ষমতা লোভী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ও তাদের দোসর জঙ্গীবাদীরা।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম সমূহ

(وسائل التـــزكية والتـــربية)

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম হবে দু'টি : দাওয়াত ও জিহাদ। অর্থাৎ নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতি দাওয়াত এবং শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ। দু'টিই সমান্তরালভাবে করার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসে। নইলে কথা ও কর্ম পৃথক হ'লে বরং উল্টা ফল হবে।

(১) দাওয়াত ও তার পদ্ধতি :

আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ-

'তুমি মানুষকে ডাক তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(১২৫)*। 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের সাথে করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য নিশ্চয়ই সেটি উত্তম' *(১২৬)*। 'তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর তোমার ধৈর্য ধারণ হবে কেবল আল্লাহ্র সাহায্যে। তাদের উপর দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না' *(নাহল ১৬/১২৫-২৭)*। অত্র আয়াতে ইসলামী দাওয়াত ও তার পদ্ধতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(২) জিহাদ ও তার পদ্ধতি :

'জিহাদ' جُهْدٌ 'জুহদুন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ, কষ্ট ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। ইসলামে জিহাদ হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সেই-ই মাত্র আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে'।[৩] আল্লাহ বিরোধী কোন আদর্শকে সমুন্নত করার জন্য নয় বা কোন দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ– 'যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের পথে আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪)*।

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ– تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?' 'সেটা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ' *(ছফ ৬১/১০-১১)*।

এই জিহাদ হবে আক্বীদা ও আমল, জান ও মাল সবকিছুর মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ– 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৪] ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআন ও হাদীছে মালের কথা আগে বলা হয়েছে। কারণ জিহাদের জন্য প্রথমে মালের প্রয়োজন হয়ে থাকে।[৫] এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً

---

৩. বুখারী হা/২৮১০; মুসলিম হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়, রাবী আবু মূসা (রাঃ)।

৪. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৩১; মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়, রাবী আনাস (রাঃ)।

৫. কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ৪১ আয়াত, ৮/১৩৯।

فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তার জন্য সাতশত গুণ নেকী লেখা হয়'।[৬] তিনি বলেন, مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের গাযীকে রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, সে স্বয়ং যুদ্ধ করল। আর যে ব্যক্তি গাযীর পরিবারের তত্ত্বাবধান করল, সেও যুদ্ধ করল'।[৭] অর্থাৎ আল্লাহ্র পথের মুজাহিদকে সাহায্য করা ও তার পরিবারের তত্ত্বাবধান করাটাও জিহাদে অংশগ্রহণের শামিল।

আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন 'জিহাদ', যবান ও কলমের মাধ্যমে ও নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনাটাও তেমনি 'জিহাদ'। এর জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাও তেমনি 'জিহাদ'। বরং কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে জিহাদই স্থায়ী ফলদায়ক। যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তিত হয়। আর সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার অধিকার কেবল জামা'আতে 'আম্মাহ তথা রাষ্ট্রনেতার, অন্য কারু নয়। যেমন মাদানী জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর এবং পরবর্তীতে সেটি খলীফাগণের অধিকারে ছিল। নইলে জিহাদের নামে কিছু মুসলিম তরুণের অস্ত্রবাজি ইসলামকে বদনাম করার শামিল। এগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতান্ধদের পাতানো ফাঁদ মাত্র। এসব থেকে দূরে থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ– 'নিশ্চয় আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'তে দেন না' *(ইউনুস ১০/৮১)*। এটি ব্যক্তি ও সাংগঠনিক জীবনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাষ্ট্রনেতাদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বড় বড় কল্যাণ হয়। আবার বড় বড় বিপর্যয় সংঘটিত হয়।

জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা : জিহাদের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা। কথা ও কলমের মাধ্যমে দাওয়াত একাকী দেওয়া সম্ভব। তাতে বহু মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন হ'তে পারে। কিন্তু সমাজ

৬. তিরমিযী হা/১৬২৫; নাসাঈ হা/৩১৮৬; মিশকাত হা/৩৮২৬, রাবী খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ)।
৭. বুখারী হা/২৮৪৩; মুসলিম হা/১৮৯৫; মিশকাত হা/৩৭৯৭, রাবী যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ)।

সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের কাজ জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা তথা সংগঠন ব্যতীত সম্ভব নয়। এই দুরূহ কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিখাদ আনুগত্যশীল একদল কর্মীর নিরন্তর প্রচেষ্টা আবশ্যক। এটাই হ'ল اَلْجِهَادُ الْجَماعِى বা জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা। এটি জিহাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এদিকে নির্দেশনা দিয়েই আল্লাহ বলেন,- إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ- 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*।

হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, -اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'।[৮] তিনি বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্‌র হাত থাকে। আর শয়তান তার সাথে থাকে যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়'।[৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً- 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, অথচ তার গর্দানে আমীরের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করল'।[১০] এটি কেবল খেলাফতে রাশেদাহ পর্যন্ত সীমায়িত নয়। বরং সকল যুগে রাষ্ট্রীয় বায়'আত ও সাংগঠনিক বায়'আত দু'টিই হ'তে পারে। কারণ বায়'আত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার না থাকলে রাষ্ট্র বা সংগঠনের প্রতি কোনরূপ দায়বদ্ধতা থাকে না। আর বায়'আতবিহীন আনুগত্য সাধারণ সমর্থনের ন্যায়, যা তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। এই বায়'আত না থাকলে বা ভঙ্গ করলে কেউ কাফির হবে না বটে, কিন্তু সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। যাকে এখানে 'জাহেলিয়াত' বলা হয়েছে

---

৮. আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭।

৯. নাসাঈ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩।

১০. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।

(মিরক্বাত)। যা আল্লাহ্র কাম্য নয়। জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রতি চূড়ান্ত নির্দেশনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَّرْجِعَ؛ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ- رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ-

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি; আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন : (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা (৩) তার আনুগত্য করা (৪) (প্রয়োজনে) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের পথে আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম'।[১১]

উক্ত হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় এই মর্মে যে, (১) মুসলমানের জন্য সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হ'ল জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, 'আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন'। যদিও তিনি সর্বদা অহী মোতাবেক কথা বলে থাকেন। বর্তমানে জাতীয় ও বিজাতীয় তাক্বলীদের ধোঁকায় পড়ে মুসলিম উম্মাহ্র জাতীয় ঐক্য ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেছে। ধর্মীয় জীবনে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার জাতীয় তাক্বলীদ এবং বৈষয়িক জীবনে অমুসলিমদের বিজাতীয় তাক্বলীদ তাদের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে।

---

১১. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৯৫; হাকেম হা/১৫৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/৩৬৯৪, রাবী হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ)।

(২) জামা‘আতী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করা ইসলামী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করার শামিল। মুসলমান যদি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বেরিয়ে যায়, তাহ’লে সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল।

(৩) মুমিনদের সংগঠন হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ও সার্বিক জীবনে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। তাহ’লে আল্লাহ তাদের গায়েবী মদদ করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا– ‘তিনি স্বীয় রাসূলকে সাহায্য করেন এমন বাহিনী দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখোনি। তিনি কাফিরদের ঝাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহ্র ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেন’ *(তওবাহ ৯/৪০)*। এই বিজয় কেবল রাজনৈতিক বিজয় নয়, বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে।

(৪) আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্য বিহীন এবং ছাহাবায়ে কেরামের তরীকায় সমাজ গড়ার উদ্দেশ্য বিহীন কোন জামা‘আত ইসলামী জামা‘আত নয়। সেকারণ শিরক ও বিদ‘আতপন্থী বা সেক্যুলার কোন দলে যোগদান করা বা তাদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা সিদ্ধ নয়। এরা ক্ষমতাসীন হ’লে তাদের খাজনা-ট্যাক্স ইত্যাদি দিয়ে দিতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ– ‘তোমরা তাদের হক তাদেরকে দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও’।[১২] অর্থাৎ বাধ্যগত অবস্থায় বাতিলপন্থী শাসকদের প্রতি আনুগত্য করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য হেদায়াতের দো‘আ করতে হবে।

(৫) হক-বাতিল না বুঝে কোন দলে যোগ দেয়া বা বিশুদ্ধ ইসলামী জামা‘আত ছেড়ে নতুন দল গড়া যাবেনা। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ– ‘যে ব্যক্তি আনুগত্য

---

১২. বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৩৬৭২ ‘ইমারত ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার স্পষ্ট জ্ঞান নেই। বরং সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান করে ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহেলিয়াতের উপর নিহত হয়।...'[১৩]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَّ تُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَه... 'তিন ব্যক্তিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে): (১) যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তার আমীরের অবাধ্য হ'ল। অতঃপর অবাধ্য অবস্থায় মারা গেল। (২) যে দাসী বা দাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেল। (৩) যে নারীর স্বামী অনুপস্থিত রয়েছেন। যিনি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যথাযথ ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ঐ স্ত্রী তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়...।[১৪]

(৭) মুসলমানদের সামাজিক জীবন হবে আমীরের অধীনে আনুগত্যপূর্ণ সমাজ। উদ্ধত বা বিদ্রোহী নয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ- 'তোমাদের উপর আমীরের আনুগত্য অপরিহার্য করা হ'ল। যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কেননা মুমিন হ'ল নাকে লাগামবদ্ধ উটের মত। যেখানেই তাকে নেওয়া হয়, সেখানেই সে অনুগত হয়ে গমন করে'।[১৫]

(৭) 'আমীর' হবেন রাসূল (ছাঃ)-এর যথার্থ অনুসারী। কেননা রাসূল (ছাঃ) উক্ত আমীরকে 'আমার আমীর' (أَمِيرِى) বলে সম্মানিত করেছেন। যেমন

---

১৩. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৪. আহমাদ হা/২৩৯৮৮; ছহীহাহ হা/৫৪২, রাবী ফাযালাহ বিন উবাইদ (রাঃ)।
১৫. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭, রাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ)।

তিনি বলেন, – وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى
‘যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’।[১৬] শিরক ও বিদ‘আতপন্থী বা ইসলাম বিরোধী সেক্যুলার কোন নেতা বা শাসক কখনোই রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় ‘আমার আমীর’ নন। যদিও বাধ্য ও অবাধ্য উভয় আমীরই আমীর। যেমন বাধ্য ও অবাধ্য উভয় সন্তানই পিতার সন্তান। কিন্তু কেবল বাধ্য সন্তানকেই পিতা বলেন, ‘আমার সন্তান’। আর সেই-ই কেবল পিতার স্নেহ লাভে ধন্য হয়। বস্তুতঃ ইসলামী আমীরের আনুগত্য হবে নেকীর উদ্দেশ্যে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এই আমীর রাষ্ট্রনেতা বা সংগঠনের নেতা দুইই হ’তে পারেন। রাষ্ট্রনেতা দণ্ডবিধিসমূহ বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু সংগঠনের নেতা সেটি করবেন না। উভয় আমীরের উপরেই আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে ইসলামী শরী‘আত অনুযায়ী দেশ ও সংগঠন পরিচালনা করা অপরিহার্য। বাস্তবতা এই যে, বিশ্বব্যাপী কোথাও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই। বলতে গেলে দ্বীন বেঁচে আছে জামা‘আতে খাছ্ছাহ বা ইসলামী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে। অতএব সেখানে শারঈ ইমারত ও আনুগত্য অপরিহার্য। যেমন মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। যদিও মাক্কী জীবনে রাসূল (ছাঃ) দণ্ডবিধিসমূহ কায়েমের অধিকারী ছিলেন না।

ফলাফল (ثمرة التزكية والتربية) :

আল্লাহ বলেন, – يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوآ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ – وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ – ‘হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলি দৃঢ় করবেন’। ‘আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্মগুলি নিস্ফল করে দিবেন’ *(মুহাম্মাদ*

---

১৬. বুখারী হা/১৭৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

Contents

৪৭/৭-৮)। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ– 'আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৪০)*। এখানে আল্লাহকে সাহায্য করা অর্থ তাঁর দ্বীনকে ও তাঁর নবীকে এবং আল্লাহ্র বন্ধুদেরকে সাহায্য করা *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। যার ব্যাখ্যা হ'ল সার্বিক জীবনে যথাযথভাবে দ্বীন পালন করা, তার হালাল-হারামের বিধান সমূহ মেনে চলা এবং যথার্থভাবে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। এটা করলেই তিনি আমাদের সাহায্য করবেন ও আমাদের পাগুলিকে দৃঢ় করবেন। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে স্থিতি ও দৃঢ়তা প্রদান করবেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ– وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ–

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতির বদলে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। (শর্ত হ'ল) তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরে যারা অবাধ্য হবে তারাই হবে পাপাচারী'। 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*। আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ– 'তিনি আরও একটি অনুগ্রহ দান করবেন যা তোমরা পসন্দ কর। (আর তা হ'ল) আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অতএব তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও' *(ছফ ৬১/১৩)*।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি সমূহ

(توجيهات التـــزكية والتـــربية)

(১) তাওহীদের আহ্বানের মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করা :

আল্লাহ্র আনুগত্য এবং অন্যের আনুগত্য একসঙ্গে চলে না। তাই প্রথমে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। যেমন হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ– 'তুমি আহলে কিতাবদের নিকটে যাচ্ছ। অতএব তুমি প্রথমে তাদেরকে এই সাক্ষ্যদানের প্রতি আহ্বান জানাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। এটা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের দাওয়াত দাও। এটা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে তাদের সম্পদের যাকাত আদায়ের কথা বল। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এটা মেনে নিলে তুমি তাদের থেকে যাকাত নাও এবং তাদের উত্তম মাল সমূহ হ'তে বিরত থাক। আর তুমি মযলূমের বদদো'আ থেকে সাবধান থাক। কেননা মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই'।[১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ডাক'।[১৮]

---

১৭. বুখারী হা/৭৩৭২, ১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯ (২৯, ৩১); মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।
১৮. বুখারী হা/১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯ (৩১), রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى ‘যেন তারা আল্লাহকে এক বলে গণ্য করে’ *(বুখারী হা/৭৩৭২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ– ‘তুমি তাদেরকে সাক্ষ্যদানের প্রতি আহ্বান জানাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল’।[১৯] সবগুলি একই মর্ম বহন করে।

বস্তুতঃ তাওহীদের দাওয়াতের মধ্যেই রিসালাতের প্রতি আনুগত্যের কথা রয়েছে। কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে যার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। অমুসলিমদের নিকট প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দানের কারণ হ’ল এই যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে ডাকে এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে অন্যের আনুগত্যকে শরীক করে। আনুগত্যের পরিবর্তন ছাড়া বিধান প্রদানের কোন অর্থই হয় না। কেননা তাতে বিধান কার্যকর হবে না। বরং পরিত্যক্ত হবে। তাওহীদ হ’ল বিশ্বাসের বস্তু। আর রিসালাত হ’ল অনুসরণের বস্তু। অতএব তাওহীদের স্বীকৃতি দানের পরেই ফরয বিধান সমূহ একে একে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের নিকটেও একইভাবে দাওয়াত দিতে হবে। কেননা অধিকাংশ মুসলমান তাওহীদের মর্ম বুঝেনা। বরং তাদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিরক বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ– ‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে’ *(ইউসুফ ১২/১০৬)*।

উপরে বর্ণিত হাদীছে তাওহীদের পর কেবল ছালাত ও যাকাতের কথা এসেছে। প্রথমটি নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য এবং দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য। দু’টিই মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ নীতি সকল যুগে প্রযোজ্য। যারা ছালাত আদায় করেন, অথচ নানা অজুহাতে ফরয যাকাত আদায় করেন না, তারা বিষয়টি অনুধাবন করুন। বস্তুতঃ নিয়মমাফিক যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থা না থাকায় মুসলিম সমাজে ধন বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং পুঁজিবাদীরা সুযোগ নিয়েছে।

---

১৯. বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯ (২৯), রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

(২) আল্লাহ্র জন্য বিশুদ্ধচিত্তে কাজ করা :

আল্লাহ বলেন, –فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ‘তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর তার প্রতি খালেছ আনুগত্য সহকারে’ *(যুমার ৩৯/২)*। কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্য ব্যতীত কখনোই চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় না। যে আল্লাহ আমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, আমাকে কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন, আমি অবশ্যই প্রাণ ভরে তার শুকরিয়া আদায় করব। আমি অবশ্যই সেই কাজ করব যে কাজে তিনি খুশী হন এবং সে কাজ ছাড়ব, যে কাজে তিনি নাখোশ হন। জীবন সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে আমি তাঁকে স্মরণ করব। তাঁর নিকটে সাহায্য চাইব এবং সর্বদা তাঁরই উপর ভরসা করব। তিনি সরাসরি আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন এবং গায়েবী মদদ করবেন। আমার কাজে কোন শ্রুতি ও প্রদর্শনী থাকবে না। যখন সকল মানুষ আমাকে পরিত্যাগ করবে, তখন আমি বলব, যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ)।- رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ– ‘হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি জান যা কিছু আমরা গোপন করি এবং যা কিছু আমরা প্রকাশ করি। আর যমীন ও আসমানের কোন কিছুই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না’ *(ইব্রাহীম ১৪/৩৮)*। তিনি পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে বলেছিলেন, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– ‘হে আমার পালনকর্তা! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় (তার ব্যাপারে) তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ইব্রাহীম ১৪/৩৬)*। একইভাবে নিজ কওম বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে নবী মূসা (আঃ) বলেছিলেন, رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ– ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি। অতএব তুমি আমাদের উভয়ের ও এই

অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়ছালা করে দাও' *(মায়েদাহ ৫/২৫)*। এ যুগে বিভিন্ন অনৈসলামী মতবাদ মুমিনকে সর্বদা পথচ্যুত করছে। এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশুদ্ধ ইসলামের আলোকে নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলা ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য অপরিহার্য।

(৩) তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞান ও আখেরাত ভিত্তিক দূরদর্শিতা অর্জন :

সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য যথার্থ জ্ঞান ও দূরদর্শিতা আবশ্যক। 'জ্ঞান' বলতে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান এবং 'দূরদর্শিতা' বলতে আখেরাতে কল্যাণের দূরদর্শিতা বুঝায়। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান এজন্য প্রয়োজন যে, এদু'টিই হ'ল অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস এবং সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড। এজ্ঞান মানুষকে আখেরাতে কল্যাণের পথ দেখায়। লৌকিক ও মানবীয় জ্ঞান যেকোন সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'তে পারে। যাকে এ দুই অভ্রান্ত সত্যের আলোকে যাচাই করতে হয়। অতঃপর আখেরাতে কল্যাণের দূরদর্শিতা এজন্য যে, লৌকিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দূরদর্শিতা কেবল দুনিয়াবী লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যা ভবিষ্যতে অনেক সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আখেরাতে কল্যাণ ভিত্তিক দূরদর্শিতা চিরন্তন মঙ্গলের পথ দেখিয়ে থাকে। আর যে জ্ঞান মানুষকে চিরন্তন কল্যাণের পথ দেখায়, সেটাই হ'ল 'জাগ্রত জ্ঞান'। সে পথেই কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে আহ্বান করে থাকে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানবজাতিকে সেদিকে আহ্বান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। যুগে যুগে ইসলামের সনিষ্ঠ অনুসারীগণ সেদিকেই মানুষকে আহ্বান করেন।

উক্ত আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (১) মানুষকে স্রেফ আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে হবে। অন্য কারু পথে নয়। (২) আখেরাতে মুক্তির জন্য

জাগ্রত জ্ঞান সহকারে ডাকতে হবে। বাপ-দাদা বা প্রচলিত প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সংকীর্ণ জ্ঞান সহকারে নয়। (৩) একাকী নয়। অনুসারীদের সাথে নিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে সংস্কারের কাজ করতে হবে। এর মধ্যে সংগঠনের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। (৪) মুশরিকদের দলভুক্ত হওয়া যাবে না। অর্থাৎ কোনরূপ শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা ও সেক্যুলার মতাদর্শের অনুসরণ করা যাবে না।

আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হি.) বলেন,

قَدْ كَانَ الاَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدِينَ كُلُّهُمْ يَحُثُّونَ أَصْحَابَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَقُولُونَ اِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمَنَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاضْرِبُوا بِكَلاَمِنَا الْحَائِطَ-

'মুজতাহিদ ইমামগণ সকলে তাদের শিষ্যদের কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তারা বলতেন, যখন তোমরা আমাদের কোন কথা কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত দেখবে, তখন তোমরা কিতাব ও সুন্নাহ্র উপর আমল করবে এবং আমাদের কথা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে'।[২০] উক্ত আদেশ লংঘন করে পরবর্তীকালে পতনযুগে কথিত মাযহাবী ফক্বীহগণ নিজেদের রায়ের অনুকূলে কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কুরআন সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থের অনুকূলে নিজেদের রায় পরিবর্তন করেননি। ফলে তাদের সৃষ্ট বিদ'আতগুলি সুন্নাত বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ছূফীবাদীরা আখেরাতের গায়েবী বিষয়গুলির ভুল ব্যাখ্যা করে জীবিত মানুষগুলিকে মৃত মানুষের পূজায় নিয়োজিত করেছে। যা তাওহীদকে বরবাদ করে ফেলে আসা শিরকের পুনর্জীবন ঘটিয়েছে। অন্যদিকে সেক্যুলারগণ বৈষয়িক জীবন থেকে ইসলামী বিধানকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান সমূহ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এভাবে ধর্মনেতা ও বৈষয়িক নেতারা মানুষের উপর 'রব'-এর আসন দখল করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

---

২০. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হিঃ) ১/৬০ পৃ.।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيَّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، قَالَ: فَطَرَحْتُهُ وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدْهُمْ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ- رواه ابن جرير، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ-

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا- رواه ابن جرير ح/١٦٦٤١-

জগদ্বিখ্যাত দানবীর হাতেম ত্বাঈ-এর পুত্র ‘আদী বিন হাতেম তৎকালীন সময়ে ত্বাঈ গোত্রের নেতা ও বিখ্যাত খ্রিষ্টান পণ্ডিত ছিলেন। স্বীয় ভগিনী ও সম্প্রদায়ের লোকদের উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসেন। অতঃপর নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলাম এমতাবস্থায় আমার গলায় স্বর্ণ খচিত ক্রুশ (+) ঝুলানো ছিল। এটা দেখে তিনি আমাকে বললেন, তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। তখন আমি ওটা ফেলে দিলাম এবং তাঁর নিকটে গিয়ে বসলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবার ৩১ আয়াতটি পাঠ করছিলেন,

اِتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَآ أُمِرُوآ إِلاَّ لِيَعْبُدُوآ إِلَهًا وَّاحِدًا، لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত

কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তাওবাহ ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াত শোনার পর 'আদী বিন হাতেম বলে উঠলেন, إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা তাদের ইবাদত করি না'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ؟ 'আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা কি তা হারাম করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম করেছ। আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা কি তা হালাল করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল করেছ। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'ব্যস ওটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।

ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, ইহূদী-নাছারাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার আদেশ দেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ ঐসব আলেম-দরবেশ ও সমাজনেতাদের 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন'।[২১] অথচ ইসলামের দাওয়াত ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করা। জান্নাত পেতে গেলে তাই আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বর্ণযুগের বিশুদ্ধ ইসলামের দিকেই ফিরে যেতে হবে।

(৪) সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ও মিথ্যার সাথে আপোষ না করা :

আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ

---

২১. দ্র. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত : ১৯৮৬) ১০/৮০-৮১ পৃ.; হা/১৬৬৩২, ১৬৬৪১, ১৬৬৩০; তিরমিযী হা/৩০৯৫; বায়হাক্বী হা/২০৮৪৭, ১০/১১৬ পৃ.।-

عَنِ الضَّحَّاكِ: {اتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ} [التوبة: ٣١] قَالَ: قُرَّاءَهُمْ وَعُلَمَاءَهُمْ {أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [آل عمران: ٦٤] يَعْنِي: سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ يُطِيعُونَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ، فَيُحِلُّونَ مَا أَحَلُّوهُ لَهُمْ مِمَّا قَدْ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُونَ مَا يُحَرِّمُونَهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُمْ- رواه ابن جرير ح/١٦٦٣٠-

يَشْوِيْ الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا– 'আর তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক; আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় (পুঁজ-রক্ত) দেয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল' *(কাহফ ১৮/২৯)*। তিনি বলেন, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ– 'এমনিভাবে আমরা আয়াত সমূহ সবিস্তার বর্ণনা করি, যাতে পাপাচারীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে' *(আন'আম ৬/৫৫)*।

উক্ত দু'টি আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীদের তরীকা ও অন্যদের তরীকা পৃথক। উভয় তরীকার মধ্যে আপোষ অসম্ভব। হেদায়াত স্পষ্ট এবং গুমরাহী স্পষ্ট। হেদায়াতের পরিণাম জান্নাত এবং গুমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম। মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে, যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করার। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا– 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহ্‌র ৭৬/৩)*। একথাই বর্ণিত হয়েছে অন্যত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। অতএব ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের মধ্যে আপোষ সম্ভব নয়। সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে হবে। তাহ'লেই মানুষ সত্যকে চিনতে পারবে।

মুসলমান ইসলামে বিশ্বাসী। অতএব তাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের কিছু এবং শিরক ও কুফরীর কিছু মিলিয়ে জগাখিচুড়ী জীবন পরিচালনারও কোন অবকাশ নেই। বরং তাদের কর্তব্য হ'ল, একমুখী হওয়া এবং কথায় ও কাজে ইসলামের সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এর ফলে মিথ্যা অবশ্যই পরাভূত হবে এবং সমাজ পরিশুদ্ধ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ– 'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর তা ওটাকে চূর্ণ করে দেয়। ফলে তা মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যেসব কথা বল সেজন্য আফসোস' *(আম্বিয়া ২১/১৮)*।

শয়তান মানুষের দু'টি ত্রুটির সুযোগ নেয়। ১- তার যিদ ও হঠকারিতা। ২- তার অতি সরলতা ও সাধুতা। হঠকারীরা সত্য জেনেও তা প্রত্যাখ্যান করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ– 'আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই যিদের মধ্যে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১৩৭)*। এদের পরিণতি ব্যাখ্যা করে আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ– ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍم بَعِيدٍ– 'এই সব লোকেরা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীকে এবং ক্ষমার বদলে শাস্তিকে খরিদ করেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এরা আগুনের উপর কতদিন টিকে থাকবে?' 'আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন সত্য সহকারে। কিন্তু যারা উক্ত কিতাবের বিষয়ে মতভেদ করেছে, তারা অবশ্যই দূরতম যিদের মধ্যে রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৭৫-৭৬)*।

পক্ষান্তরে অতি সরল ও সাধু চরিত্রের লোকেরা দু'ভাবে প্রতারিত হয়। ক- 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক'। এভাবে তারা সবার কাছে ভাল থাকতে চায়। এই ফাঁকে তার সমর্থন নিয়ে শয়তান তাকে দিয়ে তার কপট উদ্দেশ্য হাছিল করে। খ- 'সবাই যেদিকে আমিও সেদিকে'। যুগে যুগে নবী-রাসূলদেরকে এভাবেই বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে মুশরিক নেতারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভাল মুমিনও অনেক সময় উক্ত ধোঁকায় পড়ে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ– 'মুমিন আত্মভোলা ও

দয়ালু হয়ে থাকে এবং দুষ্ট ব্যক্তি প্রতারক ও নীচু স্বভাবের হয়ে থাকে’।[২২] শয়তান উক্ত সরলতার সুযোগ নিয়ে মুমিনকে পথভ্রষ্ট করে। অতএব হক পিয়াসীরা সাবধান!

বস্তুতঃ ইসলামে হক ও বাতিল মিশ্রণের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ– ‘তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না’ *(বাক্বারাহ ২/৪২)*।

যুগে যুগে ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা শিরক ও বিদ‘আত রূপে সর্বদা ইসলামে ভেজাল মিশানোর চেষ্টা করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। হাদীছপন্থী ওলামায়ে কেরাম সর্বদা এগুলি প্রতিহত ও পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন এবং আজও করে চলেছেন। এরাই উত্তম। যদিও সংখ্যায় কম। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَآءِ– ‘ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ হ’ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য’।[২৩] বস্তুতঃ হকপন্থীরা সর্বদা এই দলেই থাকেন। এরা না থাকলে আল্লাহ্র বিশুদ্ধ দ্বীন বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যেত। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেছেন, لَوْ لاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِىْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ– ‘আহলেহাদীছ জামা‘আত যদি না থাকত, তাহ’লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত’।[২৪] হযরত ছওবান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ

২২. আবুদাঊদ হা/৪৭৯০; তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫; ছহীহাহ হা/৯৩৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

২৩. মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯ ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।

২৪. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.), শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন) পৃ. ২৯।

Contents

اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ– 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[২৫]

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيث فَلاَ أَدْرِي مَنْ هُمْ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّة وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيث– 'তারা যদি আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ'লে আমি জানিনা তারা কারা? কাযী ইয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হি.) বলেন, এর দ্বারা ইমাম আহমাদ আহলে সুন্নাতকে এবং যারা আহলুল হাদীছের মাযহাবের আক্বীদা পোষণ করে, তাদেরকে বুঝিয়েছেন' *(ঐ, শরহ নববী)*।

মানুষের তৈরী মতবাদগুলি সর্বদা সংকীর্ণ দুনিয়াবী স্বার্থ ও ভেজালে পূর্ণ। যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কোটি মানুষের রক্ত ঝরলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনা সমাজতন্ত্র কখনোই এক ছিল না। আর পরবর্তীতে দু'টি দেশই চরম পুঁজিবাদী হয়ে গেছে। কিন্তু চীনারা তাদের নীতিভ্রষ্টতাকে সর্বদা কয়েকটি পরিভাষার কালো চাদরে ঢেকে রাখে। যেমন তারা বলে, Socialism with Chinese characteristics 'চীনা বৈশিষ্ট্য যুক্ত সমাজতন্ত্র'। আরেকটি হ'ল Principal contradiction & Non Principal 'প্রধান দ্বন্দ্ব ও অপ্রধান দ্বন্দ্ব'। প্রথম পরিভাষাটি চীনাদের নিকট আপ্তবাক্যের ন্যায় প্রচলিত। দ্বিতীয়টি নিয়ে তাদের তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর মতপার্থক্য। এদেশের কথিত ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলিও 'মাযহাবী বৈশিষ্ট্যযুক্ত ইসলাম' তথা Islam with Mazhabi characteristics কায়েম করতে চান। নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী হাযারো মতভেদ ও দলাদলি থাকলেও তাদের নিকট আইন রচনার উৎস হবে স্ব স্ব মাযহাবী ফিক্বহ ও তরীকাগত ব্যাখ্যা। কুরআন ও সুন্নাহ তাদের শ্লোগানের ভাষা। তা কখনোই তাদের আচরিত বিধান নয়। এছাড়া তাদের

---

২৫. মুসলিম হা/১৯২০, 'ইমারত' অধ্যায় ৫৩ অনুচ্ছেদ।

মধ্যেও ফরয বিধানগুলিকে প্রধান এবং অন্যগুলিকে অপ্রধান বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রকটভাবে বিদ্যমান। এমনকি শিরক ও বিদ'আত এবং হালাল-হারামের মত মৌলিক বিষয়গুলিতেও তাদের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই মাযহাবী সংকীর্ণতার কারণেই পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম হয়নি। বাংলাদেশেও হবে না যদি না আল্লাহ্র বিশেষ রহমত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) বলেন,

ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق

فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر

'কেবল তাওহীদ ও সুন্নাহ হ'ল শান্তি ও স্থিতির পথ

তাক্বলীদের মাধ্যমে ফিৎনা-ফাসাদ ও লড়াই সৃষ্টি করো না'।

(৫) আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে মার্জিত ভাষায় দাওয়াত দেওয়া :

আল্লাহ স্বীয় নবী মূসা ও হারূণকে ফেরাঊনের নিকট প্রেরণের সময় বলেন, فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى– 'অতঃপর তার সাথে তোমরা দু'জন নরমভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৪)*। এতে বুঝা গেল যে, বাতিলের সামনে হক প্রকাশের সময় নিজের আক্বীদা দৃঢ় থাকবে ও আচরণ নম্র হবে। ভরসা পুরোপুরি আল্লাহ্র উপরে থাকবে। যেমন আল্লাহ মূসা ও হারূণকে উপদেশ দিয়ে বলেন, لاَ تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَى– 'তোমরা ভয় করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*।

সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বাতিল যেন হকপন্থীর আচরণে সন্তুষ্ট থাকে। যদিও সে হক কবুল করবে না।

(৬) মানুষের হেদায়াতের প্রতি আকাঙ্ক্ষী থাকা :

মানুষকে আল্লাহ্র পথে আনার জন্য নিজের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ্র তাওফীক প্রয়োজন। যাতে হকপন্থী ব্যক্তি মানুষকে

হেদায়াতের পথে ডাকার জন্য নিজের ভিতর থেকেই উৎসাহ পান ও তাকীদ অনুভব করেন। এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা (Instinct) না থাকলে শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি সমাজ সংস্কারে ব্যর্থ হবে। নবীগণের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর ছিল। পৃথিবীর প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) তাঁর উম্মতকে দিন-রাত দাওয়াত দিতেন। পদে পদে বাধা পেতেন। ধিক্কার ও তাচ্ছিল্যের সম্মুখীন হ'তেন। দৈহিকভাবে নির্যাতিত হ'তেন। এতদসত্ত্বেও পুনরায় তাদের কাছেই যেতেন ও দাওয়াত দিতেন। যার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَّنَهَارًا- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِي إِلاَّ فِرَارًا- وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوآ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا- ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا-

'নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি' *(৫)*। 'কিন্তু আমার দাওয়াত কেবল তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে' *(৬)*। 'আমি যতবারই তাদের আহ্বান করেছি, যাতে তুমি তাদের ক্ষমা কর, ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকেছে, যিদ করেছে এবং চূড়ান্ত অহংকার দেখিয়েছে' *(৭)*। 'অতঃপর আমি তাদের ডেকেছি উঁচু স্বরে' *(৮)*। 'অতঃপর আমি তাদের ডেকেছি প্রকাশ্যে ও গোপনে' *(নূহ ৭১/৫-৯)*।

অতঃপর সর্বশেষ রাসূল ও আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় দাওয়াতী জীবনে মানুষের শত বিদ্রুপ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন,

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَآبُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا-

'নিশ্চয় আমার ও অন্য লোকদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তা চারদিকে আলোকিত করল, তখন চার পাশ

থেকে পতঙ্গসমূহ এবং এইসব কীটসমূহ যারা আগুনে ঝাঁপ দেয়, তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আর লোকটি তাদের বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে পরাস্ত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সেইরূপ আমিও তোমাদের কোমর টেনে ধরেছি আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু লোকেরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে'।[২৬]

তাঁর প্রত্যেক ছাহাবী ছিলেন এক একজন দাঈ ইলাল্লাহ। (১) এমনকি খেলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও ওমর ফারূক (রাঃ) দাওয়াতের মৌলিক দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বীয় খেলাফতকালে ১৫ হিজরীতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় উপলক্ষ্যে ফিলিস্তীন সফরে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তিনি ওযূর পানি তলব করেন। তখন রাস্তার পাশের এক বাড়ী থেকে তাঁকে পানি এনে দেওয়া হয়। তিনি ওযূ শেষে বললেন, কোথা থেকে এ পানি আনলে? আমি এমন সুমিষ্ট পানি পাইনি। রাবী বললেন, ঐ বৃদ্ধা খ্রিষ্টান মহিলার বাড়ী থেকে এনেছি। তখন ওমর (রাঃ) তার কাছে গেলেন ও বললেন, হে বৃদ্ধা! اَسْلِمِى تَسْلَمِى 'ইসলাম কবুল কর। (জাহান্নাম থেকে) বেঁচে যাবে। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। তখন বৃদ্ধা তার মাথা আলগা করে দেখালো কাশফুলের মত ধবধবে সাদা একরাশ চুল। অতঃপর বলল, وَأَنَا اَمُوْتُ الْآنَ 'আমি এখন মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত'। একথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, اَللَّهُمَّ اشْهَدْ 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' (যে, আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি)। কুরতুবী বর্ধিতভাবে লিখেছেন, অতঃপর তিনি لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، আয়াতাংশটি পাঠ করলেন।[২৭]

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, সে সময়কার খ্রিষ্টান বিশ্ব যে ওমরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং যখন ফিলিস্তীনের খ্রিষ্টান নেতারা তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত, সে অবস্থায় তিনি একজন খ্রিষ্টান বৃদ্ধার প্রতিও

২৬. বুখারী হা/৬৪৮৩; মুসলিম হা/২২৮৪; মিশকাত হা/১৪৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত; আল-বিদায়াহ ৭/৫৬; বায়হাক্বী 'তাহারৎ' অধ্যায় ১/৩২ পৃ.; দারাকুৎনী হা/৬০-৬১।

ইসলাম কবুলের জন্য চাপ দেননি। কেবল দাওয়াত দিলেন ও এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখলেন। কারণ দাওয়াত দেওয়া ফরয। কিন্তু দাওয়াতকে বিজয়ী করা ফরয নয়। বরং সে দায়িত্ব আল্লাহ্র।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) দাওয়াতী সফরে বেরিয়েছেন। কিছুদূর গিয়ে ছোট ভাই কুছাম (قُـــثَم) অথবা নিজ কন্যার (কুরতুবী) মৃত্যু খবর পেলেন। তখন তিনি ইন্না লিল্লাহ...পাঠ করলেন। অতঃপর রাস্তা থেকে একটু দূরে গিয়ে বাহন বসালেন। অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন ও দীর্ঘক্ষণ বসে রইলেন। অতঃপর উঠে স্বীয় বাহনের দিকে হেঁটে যেতে যেতে পাঠ করলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِـــعِينَ- 'তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ, তবে বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত'।[২৮]

এতে শিক্ষণীয় এই যে, মাইয়েতের কাফন-দাফন অন্যেরা করতে পারবে। কিন্তু দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব রয়েছে তাঁর উপর। অতএব নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আগেই তা সম্পন্ন করতে হবে। আল্লাহ্র পথের দাঈগণ উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি?

বস্তুতঃ ছাহাবীগণ দাওয়াত দিতেন কেবল আখেরাতে ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে, দুনিয়াবী লাভের জন্য নয়। কেননা এটি নবীগণের উত্তরাধিকার। আর নবীগণ এই দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ দুনিয়াবী স্বার্থ কামনা করতেন না। যেমন (১) হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেন, وَيَاقَوْمِ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَـــى اللهِ- 'আর হে আমার সম্প্রদায়! এ দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ-সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯)*।

(২) তিনি পুনরায় বলেন, وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَـــالَمِيْنَ- 'আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাইনা। আমার

---

২৮. বাক্বারাহ ২/৪৫; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত।

প্রতিদান তো কেবল বিশ্বপালকের নিকটেই রয়েছে’ *(শো‘আরা ২৬/১০৯)*। (৩) একই ভাষায় বলেছেন হূদ (আঃ) স্বীয় ‘আদ কওমকে *(শো‘আরা ২৬/১২৭)*, (৪) ছালেহ (আঃ) স্বীয় ছামূদ কওমকে *(শো‘আরা ২৬/১৪৫)*, (৫) লূত (আঃ) স্বীয় সাদূম কওমকে *(শো‘আরা ২৬/১৬৪)*, (৬) শু‘আইব (আঃ) স্বীয় মাদিয়ান কওমকে *(শো‘আরা ২৬/১৮০)*।

(৭) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য দা‘ঈ হিসাবে পাঠিয়ে বলেন, يَآأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَـــذِيرًا– وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِـــرَاجًا مُّـــنِيرًا– ‘হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে’ *(আহযাব ৩৩/৪৫-৪৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُـــونَ– ‘আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না’ *(সাবা ৩৪/২৮)*। তিনি অবিশ্বাসীদের ধমক দিয়ে স্বীয় রাসূলকে বলেন, أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِـــنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُـــونَ– ‘নাকি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা সেই বোঝায় কাবু হয়ে পড়েছে?’ *(তূর ৫২/৪০; ক্বলম ৬৮/৪৬)*।

অতঃপর দাওয়াতের নীতি ব্যাখ্যা করে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُـــشْرِكِيْنَ– ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং অবশ্যই তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। উপরোক্ত আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শিরক ও বিদ‘আতের দিকে আহ্বানকারী এবং দুনিয়ার লোভে দ্বীনের দাওয়াত দানকারী কোন ব্যক্তি কখনোই ‘নবীগণের ওয়ারিছ’ হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারেন না।[২৯]

---

২৯. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَـــنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ– তিরমিযী হা/২৬৮২; আবুদাঊদ হা/৩৬৪১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২১২।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا– 'তোমরা ঘন অন্ধকার রাত্রি সদৃশ ফিৎনাসমূহে পতিত হওয়ার পূর্বেই দ্রুত সৎকর্মসমূহের দিকে ধাবিত হও। যখন ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠবে মুমিন অবস্থায় ও সন্ধ্যা করবে কাফির অবস্থায়। আর সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় ও সকালে উঠবে কাফির অবস্থায়। সে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দ্বীনকে বিক্রি করবে'।[৩০] এর অর্থ প্রকৃত কাফের অথবা কাফেরের ন্যায় কাজ করা দু'টিই হ'তে পারে *(মিরক্বাত)*।

নিঃস্বার্থ দাওয়াতের পুরস্কার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا– 'যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ পাপ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের পাপে কোন কমতি করা হবে না'।[৩১]

এমনকি খায়বর যুদ্ধকালে সেনাপতি হিসাবে আলী (রাঃ)-কে প্রেরণের সময় তাকে যুদ্ধের পূর্বে ইহূদীদের প্রতি ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাতে নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ لأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ– 'আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য সর্বোত্তম লাল উট কুরবানী

৩০. মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩ 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩১. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

করার চাইতে উত্তম হবে'।[৩২] যুদ্ধের ময়দানে এরূপ আহ্বানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শান্তিবাদী নীতি ফুটে ওঠে।

(৭) হক প্রকাশে ইতস্তত না করা এবং হক বিরোধীদের এড়িয়ে চলা :

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ- 'অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর'। 'বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট' *(হিজর ১৫/৯৪-৯৫)*। এজন্যই দেখা যায় যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় কওমের সমর্থনের অপেক্ষা না করে সমমনা ইয়াছরিববাসীদের আমন্ত্রণে সেখানেই হিজরত করেন। মক্কায় তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ- 'যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পর আর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না' *(আন'আম ৬/৬৮)*। সেখানে আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের নিদর্শন হিসাবে বলা হয়েছিল, وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا- 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। মদীনাতেও একই নির্দেশ দিয়ে বলা হয়,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا- 'আর তিনি কুরআনের মধ্যে

---

৩২. বুখারী হা/৩৭০১, ২৯৪২; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০, রাবী সাহল বিন সা'দ (রাঃ)।

তোমাদের উপর এই আদেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা লোকদের থেকে কুরআনের আয়াত সমূহে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ গণ্য হবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*। অতএব কোন অবস্থাতেই ইসলামকে উপহাসকারী কাফির-মুনাফিকদের সঙ্গে উঠা-বসা করা যাবে না। এক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে মুসলিম তথা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ কঠোর ভাষায় বলেন,– إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا– 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৫)*।

(৮) সহনশীল হওয়া এবং দ্রুত ফল লাভের আশা না করা :

আব্দুল ক্বায়েস প্রতিনিধিদল ইসলাম কবুল করে মদীনায় আগমন করলে এবং কাফেলার মালামাল গুছিয়ে সকলের শেষে উপস্থিত হ'লে তাদের নেতা আশাজ্জ আল-'আছরী (الأَشَجُّ العَصْرِيُّ)-কে লক্ষ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ– قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللهُ جَبَلَنِى عَلَيْهِمَا قَالَ : بَلِ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا– قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَبَلَنِى عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ– 'নিশ্চয় তোমার মধ্যে দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ পসন্দ করেন, সহনশীলতা ও দূরদর্শিতা' (অর্থাৎ কোন কাজের ফল লাভে ব্যস্ততা প্রদর্শন না করা এবং লক্ষ্যে দৃঢ় থাকা ও সুফলের অপেক্ষা করা *(মির'আত)*। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি উক্ত দু'টি গুণ দ্বারা ভূষিত হয়েছি, নাকি আল্লাহ আমাকে উক্ত দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, বরং আল্লাহ তোমাকে উক্ত দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা। যিনি আমাকে এমন দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন, যে দু'টি গুণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন' *(আবুদাঊদ হা/৫২২৫)*।

Contents

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুন্দর চরিত্র মূলতঃ স্বভাবগতভাবেই হয়ে থাকে। যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র রহমতেই লাভ করা সম্ভব। এদিক দিয়ে মানুষকে চারভাগে ভাগ করা যায়।-

(১) জন্মগতভাবে চরিত্রহীন। ফলে দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমেও যার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। (২) জন্মগতভাবে চরিত্রবান। কিন্তু সে দাওয়াত ও পরিচর্যা পায়নি। (৩) জন্মগত চরিত্রবান নয়। কিন্তু দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমে চরিত্রবানদের দলভুক্ত হয়েছে। (৪) জন্মগত চরিত্রবান। অতঃপর দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমে তা সমৃদ্ধ হয়েছে। উক্ত চারজনের মধ্যে প্রথম দু'জন যেকোন সময় পদস্খলিত হ'তে পারে। তৃতীয় জন তার চেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হবে। কিন্তু সচেষ্ট না থাকলে পদস্খলিত হবে। আর চতুর্থ জন সর্বোত্তম।

প্রথম দলের উদাহরণ আবু জাহল ও তার অনুসারীরা। দ্বিতীয় দলের উদাহরণ ঐসব লোক, যারা জন্মগতভাবে সৎ। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত পায়নি কিংবা পেয়েও কোন কারণবশে কবুল করেনি। এদের সংখ্যা সকল যুগে অগণিত। তৃতীয় দলের উদাহরণ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার অনুসারী মুনাফিক, ফাসিক ও মুরতাদের দল। চতুর্থ দলের উদাহরণ আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী প্রমুখ বিশ্বসেরা মানুষ ও যুগে যুগে তাঁদের যথার্থ অনুসারীগণ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ শুরুতেই দাওয়াত কবুল করেছেন। যেমন স্ত্রী খাদীজা, ভাই আলী, আবুবকর প্রমুখ ছাহাবীগণ। কেউ দাওয়াত পেয়েও কারণবশে কবুল করেননি, পরে করেছেন। যেমন চাচা আব্বাস (রাঃ) ও অন্যেরা। কেউ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে আজীবন শত্রু হয়েছে। যেমন চাচা আবু লাহাব ও অন্যেরা। কেউ মুনাফিক ও ফাসেক হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার অনুসারীরা। এমনকি কেউ ইসলাম ছেড়ে 'মুরতাদ' হয়ে গেছে। যুগে যুগে এটা হবে। কেননা দাওয়াতদাতা ভবিষ্যতের খবর রাখেন না। আর হেদায়াতের মালিক আল্লাহ।

দু'টি কারণে দাওয়াত দেওয়া অপরিহার্য। (১) দাওয়াত দানের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়ত পেশ করা। (২) অন্যদের

বিরুদ্ধে দলীল কায়েম করা। যেন তারা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পারে যে, আমরা দাওয়াত পাইনি।

অতএব ব্যক্তি ও সমাজ পরিশুদ্ধির জন্য সর্বাবস্থায় সহনশীলতা ও দূরদর্শিতা আবশ্যক। সেই সাথে সর্বদা আত্মশুদ্ধিতা ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ– 'আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য' *(হাকেম হা/৪২২১)*। যেজন্য তিনি সর্বদা স্বীয় ছাহাবীগণকে উপদেশ ও পরিচর্যার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন। সংস্কারক ব্যক্তি ও নেতাদের মধ্যেও উক্ত প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক।

(৯) ঐসব কাজ হ'তে বিরত থাকা, যার কারণে দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হয় :

যেমন ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টনের সময় জনৈক অসন্তুষ্ট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَّعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ– 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায় বিচার করুন! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! আমি যদি ন্যায়বিচার না করি, তবে কে ন্যায়বিচার করবে? যদি আমি ন্যায়বিচার না করি, তাহ'লে তুমি নিরাশ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। তখন ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ– 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিই'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ– 'আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই! লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথীদের হত্যা করছি। নিশ্চয় এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা কুরআন তেলাওয়াত করে। যা তাদের কণ্ঠনালী

অতিক্রম করে না। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, যেমন শিকার হ'তে তীর বেরিয়ে যায়'।[৩৩] উক্ত ব্যক্তি যুল-খুইয়াইছিরাহ তামীমী-কে পরবর্তীতে আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৩৫-৪১ হিঃ) সৃষ্ট চরমপন্থী জঙ্গী দল 'খারেজীদের মূল' (أَصْلُ الْخَوَارِجِ) বলা হয়।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই নীতি অবলম্বন করেন প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলকারী মুনাফিকদের প্রতি। যারা ৩য় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধকালে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধকালে, ৯ম হিজরীতে তাবূক অভিযানকালে প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় অভিযানের খবর ফাঁসকারী ব্যক্তিকেও তিনি ক্ষমা করে দেন, মুসলিম হওয়ার কারণে। যাতে অন্যেরা না বলতে পারে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করছেন। যদি তিনি মুনাফিক ও ফাসিক মুসলমানদের নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করতেন, তাহ'লে মুসলিম সমাজের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হ'ত এবং তাতে দ্বীনের দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হ'ত।

(১০) নিজেকে ও নিজ সাথীদেরকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা এবং যাবতীয় কপটতা হ'তে বিরত থাকা :

কুরআনের বাহক মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপকার। যেমন এক প্রশ্নের উত্তরে মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ– 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন'।[৩৫] আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি ও তাঁর সাথী ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ

৩৩. মুসলিম হা/১০৬৩ (১৪২), রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৩ পৃ.।
৩৪. কুরতুবী, সূরা তওবা ৫৮ আয়াতের ব্যাখ্যা; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৫ পৃ.।
৩৫. আহমাদ হা/২৫৩৪১, ২৫৮৫৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।

বলেন, مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ– 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল। তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকুকারী ও সিজদাকারী। তাদের চেহারা সমূহে সিজদার চিহ্ন থাকবে' *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*। অর্থাৎ তারা শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে কঠোর ও আপোষহীন। তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্যকে সত্য বলে ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলে। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকে ও তাঁর উপরেই ভরসা করে।

কেবল ব্যক্তি নয়, বরং সংগঠনের সকলে একই বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلْ– 'মানুষ তার বন্ধুর রীতির উপরে থাকে। অতএব তোমরা দেখ সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে'।[৩৬] সৎকর্মশীল ঈমানদার নেতা ও কর্মীদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন। যেমন তিনি বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ– 'শ্রেষ্ঠ মানুষ হ'ল আমার যুগের। অর্থাৎ ছাহাবীগণ। অতঃপর তার

---

৩৬. তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭।

পরের যুগের। অর্থাৎ তাবেঈগণ। অতঃপর তার পরের যুগের'। অর্থাৎ তাবে-তাবেঈগণ।[৩৭] এ কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন পরবর্তী যুগের মুসলমানদের নিকট অনুসরণীয় ও বরণীয়।

মুসলমানদেরকে মুত্তাক্বীদের আদর্শ হওয়ার ও মুত্তাক্বী সন্তান কামনা করার জন্য আল্লাহ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনায় বলেন, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا– 'আর যারা এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) নিজের জন্য দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ– 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কর'।[৩৮]

(১১) যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের প্রতি দরদী হওয়া :

সকল নবীই উক্ত গুণের অধিকারী ছিলেন, যাতে তারা হক শ্রবণ করে ও তা কবুল করে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বড়ই দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী। তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াপরায়ণ' *(তওবা ৯/১২৮)*। এমনকি কওমের অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ– 'তারা

---

৩৭. বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৩৭৬৭, রাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ); মিরক্বাত।
৩৮. মুওয়াত্ত্বা হা/৭৩৮, ২/৩০৬ পৃ.।

এতে বিশ্বাস স্থাপন করেনা বিধায় তুমি হয়ত মর্মবেদনায় নিজেকে শেষ করে ফেলবে' *(শো'আরা ২৬/৩)*।

(১২) সর্বাবস্থায় খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় দৃঢ় থাকা :

খেজুর গাছে ঢিল মারলে সেখান থেকে খেজুর পতিত হয়। একইভাবে আল্লাহ্‌র পথের দাঈকে কষ্ট দিলে উত্তম ছবরের বিনিময়ে তার আমলনামায় ছওয়াব যুক্ত হয়। একেই বলা হয়, تُلْقَى بِالْحَجَرِ وَتَلْقِى بِالتَّمْرِ 'পাথর নিক্ষিপ্ত হয় ও খেজুর পতিত হয়'।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদের বললেন, তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষ সম্পর্কে বল, যার পাতা পড়ে না এবং অমুক অমুকগুলি পতিত হয় না। যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে থাকে। ইবনু ওমর বলেন, আমার মনে হ'ল, এটি খেজুর গাছ হবে। কিন্তু আমি দেখলাম যে, আবুবকর ও ওমর কিছুই বলছেন না। ফলে আমি কিছু বলাটা অপসন্দনীয় মনে করলাম। যখন তারা কিছুই বললেন না, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটি হ'ল খেজুর গাছ। অতঃপর যখন আমরা উঠলাম, তখন আমি ওমরকে বললাম, হে আব্বা! আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে একথাই উদয় হয়েছিল যে, ওটা খেজুর গাছ। তখন তিনি আমাকে বললেন, مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ– 'কোন বস্তু তোমাকে বলতে নিষেধ করেছিল?' আমি বললাম, আপনারা কিছু বলছেন না দেখে আমি কিছু বলাটা অপসন্দনীয় মনে করেছিলাম। তখন ওমর বললেন, لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا– 'তোমার বলাটা আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় ছিল অমুক অমুক বস্তুর চাইতে' *(বুখারী হা/৪৬৯৮)*। ইবনু ওমর বলেন, أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ– 'আমি ধারণা করি, তিনি বলেছিলেন, সর্বোত্তম লাল উট কুরবানী করার চাইতে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৪৩)*।

এর মধ্যে কতগুলি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন (১) শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া। (২) ছাত্র বা শিষ্যদের মেধা যাচাই করা। (৩)

কঠিন বিষয়ে বুঝ হাছিলে উৎসাহিত করা। (৪) সঠিক উত্তর প্রদানে লজ্জা না করা। (৫) খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড, মাথা, পাতা, ফল, রস সবই যে বরকত মণ্ডিত সেটা বর্ণনা করা। (৬) খেজুর গাছ ঝোড়া জায়েয প্রমাণিত হওয়া। কেননা এটি অপচয় নয়, বরং সেখান থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। (৭) এই বৃক্ষের সাথে কালেমা ত্বইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সামঞ্জস্য বর্ণনা করা। কারণ এই কালেমায় বিশ্বাসের উপর মুমিনের জীবন দণ্ডায়মান থাকে। যেমন খর্জুর বৃক্ষ স্বীয় কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। (৮) এই বৃক্ষের সাথে মুমিনের জীবনের তুলনা করা। কারণ শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও খেজুর গাছের শাখা পতিত হয় না। তেমনি শত বিপদেও মুমিনের জীবন থেকে ঈমান ও নেক আমল বিচ্যুত হয় না। (৯) খেজুর গাছের মাথায় ঢিল মারলে খেজুর পতিত হয়। মুমিনকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলে এবং তাতে আল্লাহ্‌র জন্য ছবর করলে তার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত পতিত হয়। (১০) খর্জুর বৃক্ষের সবকিছু অন্যের কল্যাণে সৃষ্ট। তেমনিভাবে মুমিন জীবনের সবটাই সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত।

(১৩) কথায় ও কাজে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়া :

আল্লাহ বলেন, اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ– 'সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে আসে। অতএব তুমি অবশ্যই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৪৭; আলে ইমরান ৩/৬০)*। তিনি আরও বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার কওমের নিকট 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) হিসাবে পরিচিত ছিলেন *(ইবনু হিশাম ১/১৯৮)*। আল্লাহ বলেন, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ– 'আমরা জানি যে, তারা যেসব কথা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম*

৬/৩৩)। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না?' 'আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না?' *(ছফ ৬১/২-৩)*। অতএব সমাজ সংস্কারক দাঈকে কথায় ও কাজে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হ'তে হবে।

(১৪) হক-এর উপর দৃঢ় থাকা ও আচরণ নম্র হওয়া :

হক আক্বীদার উপর দৃঢ় থাকা এবং আচরণ নম্র হওয়া দাঈর সবচেয়ে বড় গুণ। আল্লাহ স্বীয় রাসূল-কে বলেন, وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ- 'আর তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেভাবেই অবিচল থাক। তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তুমি বল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি' *(শূরা ৪২/১৫)*। তিনি বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ- 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের মার্জনা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

তবে যদি কেউ ভুল ধরিয়ে দেয় এবং সেটি যদি হক হয়, তাহ'লে বিনা দ্বিধায় তা কবুল করে নেওয়া সংস্কারক দাঈ-র জন্য একান্ত আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, فَبَشِّرْ عِبَادِ- الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ- 'তুমি সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের'। 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত

করেন এবং তারাই হ’ল জ্ঞানী’ *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ– ‘অহংকার হ’ল দম্ভভরে হক প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা’।[৩৯] আর কোন অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ– ‘যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ *(ঐ)*।

(১৫) ছোট-বড় সকল বিষয়ে সংস্কারের চেষ্টা করা :

আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ– ‘আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন’ *(হূদ ১১/১১৭)*। এখানে مُصْلِحُونَ অর্থ ‘সংস্কারক ও সৎকর্মশীল’। যারা নিজেদেরকে ও সমাজকে কল্যাণের পথে সংস্কার করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ– ‘ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ’ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। বলা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যারা সংস্কার করে’।[৪০] এর ব্যাখ্যা ‘আমর বিন ‘আওফ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, اَلَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَّتِى– ‘আমার পরে লোকেরা যেসব সুন্নাতকে বিনষ্ট করে, সেগুলিকে যারা সংস্কার করে’।[৪১]

---

৩৯. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।
৪০. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুছ ছগীর হা/২৯০, রাবী সাহল বিন সা‘দ (রাঃ); ছহীহাহ হা/১২৭৩।
৪১. তিরমিযী হা/২৬৩০; মিশকাত হা/১৭০, সনদ যঈফ।

হাদীছটির সনদ 'যঈফ' হ'লেও পূর্ববর্তী ছহীহ হাদীছের সমার্থক বিধায় মর্ম ছহীহ। আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَّعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُّطِيعُهُمْ- 'অনেক মন্দ লোকের মধ্যে এরা কিছু সৎলোক হবে। তাদের কথা মান্যকারীর তুলনায় বিরুদ্ধাচরণ কারীদের সংখ্যা বেশী হবে'।[৪২]

একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : يَأْتِى اللهَ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَحْنُ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : لاَ وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَلَكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ- 'আমি একদিন সূর্যোদয়ের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এসময় তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে একদল লোক আসবে, যাদের জ্যোতি সূর্যের কিরণের ন্যায় হবে। তখন আবুবকর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তারা? তিনি বললেন, না। তোমাদের রয়েছে বহু কল্যাণ। বরং তারা হবে ঐসব নিঃস্ব ও মুহাজিরগণ, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে জমা হবে'।[৪৩] উপরের হাদীছগুলির মর্মার্থ একটাই যে, হকপন্থী মুমিন সর্বদা সংস্কারবাদী হবেন। আর এ কারণেই তাদের সংখ্যা সকল যুগে কম হবে এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদের সংখ্যা বেশী হবে। তবে জান্নাতের সুসংবাদ কেবল তাদের জন্যই।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতের ইহকালীন ও পরকালীন প্রয়োজনীয় ছোট-বড় সবকিছু বিষয়ে অবহিত করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ

৪২. আহমাদ হা/৬৬৫০; ছহীহাহ হা/১৬১৯।
৪৩. আহমাদ হা/৭০৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৮৮।

شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– 'হে লোক সকল! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয়ে আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করেছি'।[৪৪]

একজন মুমিন তার জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংস্কার করবে। যেমন প্রখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে মুশরিকদের কিছু লোক ঠাট্টা করে বলে, قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ 'তোমাদের নবী কি তোমাদের সবকিছু বিষয়ে এমনকি পেশাব-পায়খানার মত বিষয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলামুখী হ'তে নিষেধ করেছেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৩৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ক্বিবলার দিকে আড়াল থাকলে বা টয়লেটের মধ্যে হ'লে জায়েয আছে।[৪৫] তিনি আমাদেরকে ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে, তিনটির কমে ঢেলা না নিতে এবং শুকনা গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন'।[৪৬] অন্য বর্ণনায় কয়লার কথা এসেছে *(আবুদাঊদ হা/৩৯)*।

উল্লেখ্য যে, পানি পেলে কুলূখের প্রয়োজন নেই।[৪৭] কুলূখ নিলে পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই।[৪৮] কুলূখের জন্য তিন বা বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করবে।[৪৯]

মোটকথা ছোট-বড় সকল বিষয়ে তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ (اَلتَّزْكِيَةُ وَ التَّرْبِيَةُ) তথা পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যাই হ'ল সমাজ পরিবর্তনের মূল ভিত্তি। যা ব্যতীত শুধুমাত্র দাওয়াত কখনো ফলপ্রসূ হয় না এবং সমাজও পরিবর্তিত হয় না।

---

৪৪. বায়হাক্বী শো'আব হা/১০৩৭৬; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।
৪৫. বুখারী হা/৩১০২; মুসলিম হা/২৬৬; মিশকাত হা/৩৩৫, আবুদাঊদ হা/১১; মিশকাত হা/৩৭৩।
৪৬. মুসলিম হা/২৬২; আহমাদ হা/২৩৭৭০; মিশকাত হা/৩৩৬, মিরক্বাত।
৪৭. তিরমিযী হা/১৯; মির'আত ২/৭২।
৪৮. আবুদাঊদ হা/৪০; নাসাঈ হা/৪৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৪৯; মির'আত ২/৫৮ পৃ.।
৪৯. মুসলিম হা/২৬২; মিশকাত হা/৩৩৬; বুখারী হা/১৬১; মুসলিম হা/২৩৭; মিশকাত হা/৩৪১।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র বৈশিষ্ট্য সমূহ

(مميزات التزكية و التربية)

(১) আল্লাহওয়ালা হওয়া :

আলেম, ফক্বীহ, বিচারক, শাসক ও সমাজনেতা সকলের জন্য উক্ত গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، 'কোন মানুষের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তাকে আল্লাহ কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুঅত দান করেন। অতঃপর সে লোকদের বলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার গোলাম হয়ে যাও। বরং সে বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও' *(আলে ইমরান ৩/৭৯)*।

(২) মধ্যপন্থী হওয়া :

যেমন (ক) ইখলাছের ক্ষেত্রে রিয়া ও শ্রুতি এবং হক প্রকাশ ও হক দাওয়াতের মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করা। (খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধিতার বাড়াবাড়ি ও বাহ্যিক আমলগত বিষয়ে বাড়াবাড়ির মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করা। (গ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা। অথচ তাঁর জান্নাত কামনা না করা। যেমন কিছু ভণ্ড ছূফীর অবস্থা। (ঘ) জান্নাতের সুখ-শান্তি কামনা করা, কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা না করা। যেমন কিছু কালাম শাস্ত্রবিদ ভণ্ড দার্শনিকের অবস্থা। (ঙ) আবেদগণকে নিষ্পাপ মনে করা ও আলেমগণকে হীন ধারণা করার মধ্যবর্তী উভয়কে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা। (চ) কবীরা গোনাহগার মুমিনকে কাফের অথবা পূর্ণ মুমিন ধারণা করার মধ্যবর্তী তাকে ফাসেক মুমিন গণ্য করা। অর্থাৎ চরমপন্থী খারেজী ও শৈথিল্যবাদী মুরজিয়ার মধ্যবর্তী আক্বীদা অবলম্বন করা। (ছ) ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা ও অধিক উদারতা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে দৈহিক কৃচ্ছ্রতা ও ইবাদতে অবহেলার মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করা।

(৩) সালাফী পথের অনুসারী হওয়া :

সালাফী পথ অর্থ পূর্বসূরীদের পথ। শারঈ পরিভাষায় ছাহাবায়ে কেরামের পথ। মুমিনের কর্তব্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হওয়া এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করা। হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، فَقَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ- وَفِى رِوَايَةٍ عن جَابِرٍ : وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)-

'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের (ফজরের) ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বলে মর্মস্পর্শী উপদেশ দিলেন। তাতে আমাদের চক্ষুসমূহ সিক্ত হ'ল ও হৃদয়সমূহ বিগলিত হ'ল। এসময় একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরও উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং আমীরের আদেশ শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে

ধরবে। সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি থেকে দূরে থাকবে। কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা।[৫০] জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ‘আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’ *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

রাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيــغُ عَنْهَــا بَعْــدِى إِلاَّ هَالِــكٌ– ‘আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি স্বচ্ছ দ্বীনের উপর। যার রাত্রি হ’ল দিবসের ন্যায়। আমার পরে যে কেউ এথেকে পথভ্রষ্ট হবে, সে ধ্বংস হবে’...।[৫১]

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একবার ওমর (রাঃ) এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমরা ইহূদীদের অনেক কাহিনী শুনি যা আমাদের চমৎকৃত করে। আপনি কি অনুমতি দিবেন যে, আমরা সেসব থেকে কিছু লিখে রাখি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُــودُ وَالنَّصَارَى؟! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَــاعِي– ‘তোমরা কি দিকভ্রান্ত হয়েছ যেমন ইহূদী-নাছারারা হয়েছে? অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট এসেছি একটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে। যদি আজকে মূসা বেঁচে থাকতেন, তাহ’লে তাঁর কোন উপায় থাকত না আমার অনুসরণ করা ব্যতীত’।[৫২]

উপরের হাদীছগুলিতে স্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে যে, (১) আল্লাহভীরুতাই হ’ল ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি। (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করাই হ’ল সামাজিক ঐক্য ও শৃংখলার রক্ষা কবচ। (৩) মতভেদ দূরীকরণে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বুঝই হবে অগ্রাধিকার যোগ্য। (৪) শরী‘আত ব্যাখ্যার নামে ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবন

---

৫০. আহমাদ হা/১৭১৮৫; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

৫১. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

৫২. আহমাদ হা/১৫১৯৫; দারেমী হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১৭৭, ১৯৪; ইরওয়া হা/১৫৮৯।

থেকে দূরে থাকতে হবে। (৫) রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া দ্বীন ছিল পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। যেকোন মূল্যে সেই স্বচ্ছ দ্বীনের দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সেটাই হ'ল সালাফী পথ বা ছিরাতে মুস্তাক্বীম।

একারণেই ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর শিষ্য ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে বলেছিলেন, إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحابِه دِينًا لَّمْ يَكُنِ الْيَومَ دينًا– 'নিশ্চয় যে সকল বিষয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের যুগে দ্বীন ছিল না, এযুগে তা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না'। তিনি আরও বলেন, مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْإِسْلاَمِ بِدْعَةً فَرَآهَا حَسَنَةً، فَقَدْ زَعَم أَنَّ مُحَمَّدًا صــــ قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ– 'যে ব্যক্তি ইসলামে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটালো, অতঃপর তাকে উত্তম মনে করল, সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতে খিয়ানত করেছেন' । কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا– 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।[৫৩]

আল্লাহ রহম করুন ইমাম মালেক-এর উপর। তিনি কত সুন্দরই না বলতেন, لاَ يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا– 'এই উম্মতের শেষের লোকদের অবস্থা সংশোধিত হবে না ঐ বস্তুর মাধ্যমে ব্যতীত, যা তার প্রথম যুগের লোকদের অবস্থা সংশোধন করেছিল (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ)'।[৫৪] ছাহাবীগণ কিতাবুল্লাহকে জানতেন, যেমনভাবে তা নাযিল হয়েছিল। সুন্নাহকে জানতেন যেমনভাবে তা পৌঁছেছিল। আল্লাহ চান যে,

---

৫৩. আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী, আল-ইনছাফ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি) পৃ. ৩২।
৫৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/২৪১ পৃ.।

এই উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকুক, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার উপর বিজয়ী থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় নিন্দিত পরবর্তী যুগে শরী'আত ব্যাখ্যার নামে যে সীমাহীন মতভেদের ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বাঁচার একটাই পথ, ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যার সামনে আত্মসমর্পণ করা। তাদের সামনেই অহী নাযিল হয়েছে এবং তাঁরাই ছিলেন অহি-র বাস্তব রূপকার। নিঃসন্দেহে সেটাই ছিল 'হক'। আল্লাহ বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ- 'বস্তুতঃ যদি সত্য তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হ'ত, তাহ'লে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। বরং আমরা তাদেরকে উপদেশ (কুরআন) প্রদান করেছি। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(মুমিনূন ২৩/৭১)*।

বাস্তবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মতভেদের উৎস হ'ল ধারণা ও কল্পনা। যা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ- 'ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সকল বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(ইউনুস ১০/৩৬)*। আর একারণেই মুসলিম সমাজ তাদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত।

(৪) শরী'আতের নির্দেশ পালনে অগ্রণী হওয়া :

কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ মান্য করার ব্যাপারে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করে সর্বদা ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় দ্রুত সেটি আমল করার চেষ্টা করা। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন কাজ দেখলে কিভাবে তা দ্রুত সম্পাদন করতেন, তার অন্যতম নমুনা এই যে, (ক) একবার জুতার নীচে নাপাকী আছে মর্মে অহি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত

অবস্থায় নিজের জুতা জোড়া খুলে বাম দিকে রাখেন। এটি দেখে মুক্তাদী ছাহাবীগণ স্ব স্ব পায়ের জুতা খুলে ফেলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি মুক্তাদীদের নিকট বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর বলেন, যখন তোমরা মসজিদে আসবে, তখন দেখবে তার জুতার তলায় কোন নাপাকী আছে কি-না। থাকলে সেটা মুছে ফেলবে। অতঃপর ঐ জুতা নিয়ে ছালাত আদায় করবে’।[৫৫]

(খ) মুযার গোত্রের লোকেরা জীর্ণ-শীর্ণ ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় এলে রাসূল (ছাঃ) নিজের ঘরে কিছু না পেয়ে বেলালকে আযান দিতে বলেন। অতঃপর লোকেরা এলে তিনি তাদের সাথে নিয়ে (যোহরের) ছালাত আদায় করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে সূরা নিসার প্রথম আয়াত ও সূরা হাশর ১৮ আয়াত পাঠ করেন। তখন জনৈক আনছার ছাহাবী একটি ভারী থলে নিয়ে আসেন। যা তিনি বহনে অক্ষম হচ্ছিলেন। তারপর একে একে সবাই দান করতে থাকে। ফলে সেখানে খাদ্য ও বস্ত্রের দু’টি উঁচু স্তূপ হয়ে যায়। যা দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অতঃপর তিনি বললেন,

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ–

‘যে ব্যক্তি ইসলামে একটি সুন্দর রীতি চালু করল, তার জন্য সে নেকী পাবে এবং তার উপর যারা আমল করবে, তাদের সকলের নেকী সে পাবে। অথচ অন্যদের নেকীতে কোন কমতি করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করল, তার পাপ তার উপরে বর্তাবে এবং উক্ত রীতির উপর যারা চলবে তাদের সকলের পাপ তার উপর চাপানো হবে। অথচ অন্যদের পাপভার আদৌ কম করা হবে না’।[৫৬] অতএব

৫৫. আবুদাঊদ হা/৬৫০; দারেমী হা/১৩৭৮; মিশকাত হা/৭৬৬।

৫৬. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০ ‘ইলম’ অধ্যায়, রাবী জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ)।

যেকোন নেকীর কাজ সবার আগে শুরু করার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত। যেন অন্যদের নেকীগুলি নিজের আমলনামায় যুক্ত হয়।

উপরোক্ত হাদীছে বিদ‘আতে হাসানাহ ও বিদ‘আতে সাইয়েআহ অর্থাৎ সুন্দর বিদ‘আত ও মন্দ বিদ‘আতের দলীল খোঁজা অবান্তর মাত্র। কেননা এটি ছিল সুন্নাতে হাসানাহ। যা পূর্ব থেকেই চালু ও বৈধ ছিল। অথচ বিদ‘আতের কোন ভিত্তি শরী‘আতে থাকে না। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর দ্বীনের মধ্যে যেকোন নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত। আর সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। আর ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হি.) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقُولُ قَلِيلاً وَيَعْمَلُ كَثِيرًا وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَثِيرًا وَيَعْمَلُ قَلِيلاً– ‘মুমিন কথা কম বলে, আমল বেশী করে। আর মুনাফিক কথা বেশী বলে, আমল কম করে’।[৫৭] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘যখন ঈমানের শাখা সমূহ একত্রিত হয়, তখন তুমি সেটাকে অগ্রাধিকার দাও, যেটাতে আল্লাহ বেশী খুশী হন। অনেক সময় অনুত্তম ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তি অপেক্ষা সৎকর্মে অধিক অগ্রণী হয় এবং সে উত্তম ব্যক্তির চাইতে বেশী নেকী অর্জন করে। অতএব সর্বোত্তমটি করার চাইতে যেটি সবচেয়ে উপকারী সেটাই করা উত্তম।... যেমন কোন ব্যক্তি যদি রাত্রিতে কুরআন তেলাওয়াত ও তা অনুধাবনে বেশী উপকৃত হন এবং ছালাতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ তার জন্য ভারী হয়, তবে সে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত ও তা অনুধাবন করবে’।[৫৮] অনেকের উপর আল্লাহ সৎকর্মের দুয়ার সমূহ একটির বদলে আরেকটি খুলে দেন। কারুর উপরে সবধরনের দুয়ার খুলে দেন। ফলে তিনি অধিক নেকী অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। তিনি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের আটটি দরজা থেকে আহূত হবেন। আর এটি হ’ল আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশী এটি দান করে থাকেন। উম্মতের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) এভাবে আহূত হবেন বলে হাদীছে

---

৫৭. আবু নু‘আইম আল-ইছফাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি.), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরূত : দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫ হি.) ৬/১৪২ পৃ.।

৫৮. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ‘উল ফাতাওয়া فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ‘তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*-এর ব্যাখ্যা ৭/৬৫১।

এসেছে। যেমন আমাদের মধ্যে কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবেন কি? এমন প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) আবুবকরকে বলেন, نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ– 'হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৫৯]

অতএব নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা কারই হবে সালাফী পথের অনুসারীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। যেমন জান্নাতের সর্বোচ্চ 'তাসনীম' ঝর্ণার পানি মিশ্রিত শরাব পানের জন্য উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ– 'আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬)*।

তারবিয়াহ্র প্রকারভেদ (أقسام التربية)

(১) জ্ঞানগত পরিচর্যা :

যাতে মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও বুঝ শক্তি বৃদ্ধি পায় সর্বদা সে চেষ্টা করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তাঁর নিকট দো'আ করতে বলেছেন, وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا– 'তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*। এজন্য সর্বদা বিশুদ্ধ দ্বীনী ইলমের চর্চা করতে হবে। অশুদ্ধ, অবিশ্বস্ত ও সন্দেহযুক্ত দ্বীনী সাহিত্য ও বক্তব্য সমূহ পরিহার করতে হবে। একই সাথে সেক্যুলার সাহিত্য ও বক্তব্য সমূহ থেকে চোখ-কান বন্ধ রাখতে হবে। নিজের গৃহকে বিশুদ্ধ দ্বীন বিরোধী সকল প্রকার সাহিত্য ও প্রচারণা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(২) চেতনা সৃষ্টির পরিচর্যা :

যা মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা হ'তে ভীত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– 'অতএব যারা তাঁর

৫৯. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ 'যাকাত' অধ্যায় 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

Contents

আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। এজন্য সর্বদা মানুষকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন মূলক আয়াত ও হাদীছ সমূহ শুনাতে হবে। সেই সাথে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের বিগত ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে। সাথে সাথে জান্নাতের সুখ-শান্তির আয়াত ও হাদীছ সমূহ পেশ করতে হবে।[৬০]

(৩) কর্মগত পরিচর্যা :

এর মাধ্যমে বাস্তব সম্মত কর্মপন্থা বিষয়ে মুমিনকে সচেতন করে তুলতে হবে। যা মুসলমানদের সমাজ ও জনপদকে অন্যায় প্রতিরোধে সক্ষম করে তুলবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ– 'নিশ্চয় আমাদের বাহিনীই হ'ল বিজয়ী' *(ছাফফাত ৩৭/১৭৩)*। আল্লাহ্র এই বাহিনী ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে হ'তে পারে। কিংবা শত্রু-মিত্র যেকোন মানুষের মধ্য থেকে হ'তে পারে। বান্দার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে হক-এর বিজয়ে কাজ করে যাওয়া। আর আল্লাহ্র দায়িত্ব হকপন্থী বান্দাকে সাহায্য করা। যেমন তিনি বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'আমরা তোমার পূর্বে রাসূলগণকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ (মো'জেযা সমূহ) নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর যারা পাপাচারী ছিল আমরা তাদের বদলা নিয়েছি। আর আমাদের উপর দায়িত্ব হ'ল মুমিনদের সাহায্য করা' *(রূম ৩০/৪৭)*। এক্ষণে তিনি সেটি কিভাবে করবেন, কার মাধ্যমে করবেন, সেটি তাঁর এখতিয়ার।

(৪) ঈমানী পরিচর্যা :

ঈমান যাতে তাযা থাকে এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা যাতে সর্বদা বৃদ্ধি পায়, সেজন্য নেতা-কর্মীকে নিজ নিজ তাকীদে নিজের ও সাথীদের ঈমানী

---

৬০. এজন্য হা.ফা.বা প্রকাশিত 'নবীদের কাহিনী' ১, ২, ৩ নিয়মিতভাবে পাঠ করুন -প্রকাশক।

পরিচর্যা করতে হবে। নিয়মিত ছহীহ আক্বীদা ও আমলের বই ও পত্রিকা পাঠ করা, নিজের গৃহ ও পরিবারকে ঈমানী দুর্গে পরিণত করা একান্ত ভাবেই আবশ্যক। এজন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলসম্পন্ন আদর্শবাদী আমীরের আনুগত্য করা ও তাঁর সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকা।

তারবিয়াহ্র বাধা সমূহ (موانع التربيـــة)

(১) আক্বীদার বিষয়গুলিকে হালকা মনে করা। (২) সুন্নাতকে ছোট-খাট বিষয় বলে হীন গণ্য করা। (৩) নিজের সিদ্ধান্তের উপর হঠকারিতা করা। (৪) শিরক ও বিদ'আত এবং সেক্যুলার আদর্শের সাথে আপোষ করা। (৫) অলসতা, বিলাসিতা ও অপচয় করা। (৬) আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া। (৭) আমীরের নেকীর আদেশকে যেনতেন অজুহাতে অমান্য করা। (৮) আখেরাতের লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করা। (৯) পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলার চিন্তা হ'তে দূরে থাকা। (১০) আত্মম্ভরিতা ও কৃপণতা অবলম্বন করা এবং মানুষের সাথে আর্থিক লেন-দেন ও সামাজিক আচরণ সুন্দর না হওয়া। (১১) সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল হারামকে হালাল করার প্রবণতা। যা সাধারণতঃ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ও ঋণ দানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন নগদ বিক্রিতে কম দাম এবং বাকী বা কিস্তির বিক্রিতে বেশী দাম, বন্ধকী জমি আবাদ করে লাভবান হওয়া, বিভিন্ন অত্যাচারমূলক খাজনা ও ট্যাক্স নির্ধারণ করা ইত্যাদি। এটি আরও মারাত্মক গোনাহের কারণ হয় যখন শিরক ও বিদ'আত সমূহকে ধর্মের নামে বৈধ গণ্য করার হীলা-বাহানা করা হয়। যেমন হুলূল ও ইত্তিহাদ, অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ, সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার অংশ সাব্যস্ত করা, আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করা অথবা সেগুলিকে বান্দার গুণাবলীর ন্যায় মনে করা, নিজেদের মনগড়া আইনকে ইসলামী আইনের উপরে স্থান দেওয়া বা তার সম পর্যায়ের মনে করা, ধর্মের নামে মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী-চেহলাম, ছবি-মূর্তি ও স্থানপূজা, ব্যক্তি ও কবরপূজা, ইবাদতের নামে বিশেষ সময়ে ও বিশেষ রাতে দলবদ্ধভাবে অনুষ্ঠান করা ও সরবে রাত্রি জাগরণ করা, দেহকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে কৃচ্ছ্রতা সাধনা এবং যিকরের নামে ফানাফিল্লাহ-বাক্বাবিল্লাহ্র কসরত

করা ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে এসব ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও মন্দ রীতি-নীতি হ'তে মুক্ত করে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দেওয়া সংস্কারক নেতা-কর্মীদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

উপসংহার (الخاتمة) :

এভাবে তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ তথা পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যার মাধ্যমে নিজেকে ও নিজ পরিবার ও সমাজকে গড়ে তুলতে পারলে জীবনের প্রতিটি শাখায়-প্রশাখায় ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করবে। গাছের গোড়ায় ঈমানের বারি সিঞ্চন না থাকলে এবং তার কাণ্ডে ও পত্রে ইসলামের সজীবতা না থাকলে, সর্বোপরি ঈমানের পবিত্র বৃক্ষটি নিখুঁত না হ'লে তা থেকে নিখুঁত ফল আশা করা যায় না। সেটি করার আগেই দ্রুত ফল লাভের আশা করলে তাতে ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেমন ব্যর্থ হয়েছেন যুগে যুগে অনেক রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চাভিলাষী সমাজনেতাগণ। যদিও সাময়িক টোটকা অনেক সময় প্রয়োজন হয় এবং তা ভাল ফল দেয়। যদি না সেখানে আগেই পরিবেশ অনুকূলে থাকে। আর সেটার জন্যও প্রয়োজন নিয়মিত দাওয়াত ও পরিচর্যা। সেকারণ মিসরীয় বিদ্বান ক্বাযী হাসান আল-হুযায়বী (১৩০৯-১৩৯৩ হি./১৮৯১-১৯৭৩ খৃ.) বলেছেন, أَقِيموا دَولةَ الإسلامِ في قُلوبِكُم، تُقَمْ لَكُم في أرضِكُم– 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে'।[৬১] এর চেয়ে উত্তম হ'ল আল্লাহ্র বাণী যেখানে তিনি বলেছেন, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– 'তুমি বল, তোমরা কাজ করে যাও। অচিরে তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ। আর নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে

৬১. আলবানী, তাখরীজুত ত্বাহাবী ৬৯ পৃ.।

অবহিত করবেন' *(তওবা ৯/১০৫)*। বস্তুতঃ সমাজের সর্বব্যাপী জাহেলিয়াত দূর করার জন্য একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আদর্শবাদী আমীরের নেতৃত্বে জামা'আতবদ্ধভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কেননা আমীর বিহীন জীবন বিচ্ছিন্ন বকরীর মত। যাকে দ্রুত নেকড়ে ধরে ফেলে'।[৬২] অতএব জান্নাত পিয়াসীগণ সাবধান!

পরিশেষে আল্লাহ স্বীয় কালেমাকে সমুন্নত করুন এবং নিয়মিত পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যার মাধ্যমে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলার জন্য তার নেককার বান্দাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

৬২. আহমাদ হা/২৭৫৫৪; আবুদাঊদ হা/৫৪৭; নাসাঈ হা/৮৪৭; মিশকাত হা/১০৬৭।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ২য় সংস্করণ (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট, ২য় সংস্করণ (২০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা (৪০/=) **২.** শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। **৩.** শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ - ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনুঃ - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনুঃ - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনুঃ -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনুঃ (আরবী) - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনুঃ (আরবী) -আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনুঃ (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনুঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনুঃ (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** দেওয়ালপত্র সমূহ, মোট ৪টি : **(ক)** হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর! (জীবনের সফরসূচী) (৫০/=)।। **(খ)** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **(গ)** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **(ঘ)** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **৪.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৫.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৬.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৭.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **৮.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১০.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১২.** শিশুর আরবী (৩০/=)। **১৩.** শিশুর দ্বীনিয়াত (৩০/=)। **১৪.** এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ মোট ১৬টি।